সমকাল

তারিখ 10 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

কলেজছাত্রী শিরীন আক্তারের স্বজনের আহাজারি ▶ সমকাল

মঠবাড়িয়ায় কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা

■ মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় শিরীন আক্তার (১৮) নামের এক কলেজছাত্রীকে দুর্বৃত্তরা ধর্ষণের পর হত্যা করেছে। নিহত শিরীন স্থানীয় শাহাদাৎ হোসেন মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী এবং উপজেলার উত্তর খেতাচিড়া গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী হতদরিদ্র সফিজউদ্দিনের মেয়ে।

শিরীন আক্তার

গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সাপলেজা ইউনিয়নের খেতাচিড়া এলাকার বলেশ্বরের বেড়িবাঁধসংলগ্ন একটি খোলা মাঠ থেকে থানা পুলিশ ওই কলেজছাত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত রোববার কলেজছাত্রী শিরীন তার বড় বোন কাজলকে নিয়ে একই গ্রামের দুই কিলোমিটার দূরে বড় ভাই আবু হানিফের সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকন্যাকে দেখতে শ্বশুর জাহাঙ্গীর চাপরাশির বাড়িতে বেড়াতে যান। মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে শিরীন প্রাইভেট পড়ানোর উদ্দেশ্যে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে রওনা হয়। পথে ঘন কুয়াশার মধ্যে একাকী পেয়ে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা প্রথমে তাকে ধর্ষণ করে। পরে শক্ত মাটির চাকা দিয়ে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি আঘাত করে শিরীনকে গুরুতর জখম করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। আধা ঘণ্টা পর বড় বোন কাজল তার পাঁচ বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে ওই পথ ধরে মাঠের মধ্য দিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি আসার সময় বিবস্ত্র অবস্থায় শিরীনকে ছটফট করতে দেখে চিৎকার দেন। কাজল তাকে কাপড়চোপড় পরিয়ে কোলে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ওই কলেজছাত্রীর আরেক বোন বরগুনা সরকারি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী রেখা আক্তার জানান, তার মা খাদিজা আক্তার শান্তি (৬০) পরের বাসায় ঝিয়ের কাজ এবং বাবা মাছের ক্ষুদ্র ব্যবসা করে তাদের তিন ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। তিনি এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানান। এদিকে, এ ঘটনার পর থেকে মা শান্তি বেগম ও হতদরিদ্র সফিজউদ্দিন বাকরুদ্ধ হয়েছে পড়েছেন।

কলেজছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যার খবর পেয়ে পিরোজপুর জেলা পুলিশ সুপার মো. ওয়ালিদ হোসেন, মঠবাড়িয়া সার্কেলের এএসপি মোস্তফা কামাল ও অফিসার ইনচার্জ খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

অফিসার ইনচার্জ খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, এ ঘটনায় মাঠবাড়িয়া থানায় একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। থানা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্থানীয় সৈয়দ কাজী (৫০) নামের এক কৃষককে আটক করেছে।